কবিতা

ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী

শব্দ অথ শব্দ

শব্দ ভূমিকা

শব্দ কবিতা, শব্দ ধ্যান, শব্দ চিকিৎসা শব্দ সৃষ্টির উৎস হতে.....
একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শব্দ কে জানা। শব্দে অন্তর্নিহিত আছে কবিতা । কবিতাতে শব্দ নেই। শব্দ আমাদের চিন্তা প্রবাহে আসে না। শব্দ চিন্তা প্রবাহকে আনে। শব্দ আগে, প্রয়োজনে অনুভূতি, অর্থ, শিল্প। বাতাস শব্দটা শুনলে, বার বার শুনলে চোখ বুঝলে কবিতার সৃষ্টি হয়, কবিতার প্রয়োজনে বাতাস আসে না। এক একটি শব্দ এক একটি কবিতা, এক একটি চিকিৎসা, এক একটি ধ্যান।
মনে এলোপাথাড়ি শব্দ আসতে পারে, তারা নিজেদের মত ইমারৎ গড়ে নেয়। আর তার পরে বাক্য।
শব্দ ও বাক্য এলোমেলো আসতে পারে। সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়। সৃষ্টি নিয়ে। যা শব্দ এলো তা লিখে ফেললাম। শব্দ কি এত ঠুনকো যে তার অর্থ খুঁজতে হবে।
শব্দ শুধু মাত্র শব্দের অস্তিত্বে প্রক্রিয়াশীল।
আমি শব্দ দিয়ে সমস্ত চেতনাকে ভুলতে পারি, অনুভব করতে পারি আবার শব্দ দিয়ে সমস্ত চেতনাকে সৃষ্টি করতে পারি। এটি একটি আরোগ্য। চিকিৎসা, এই সময়ের থেকে বেরিয়ে আসার পদ্ধতি। দরজা খোলার সমস্ত শব্দ ঢুকে পরে স্মৃতিকে বিচ্ছেদ ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। স্নায়ুর মত শরীরে বেতার সংকেতের মত জানান দিচ্ছে শব্দ। আমি অস্তিত্বকে ভীষণ ভাবে খুঁজছি আর শব্দকে জানছি।

শব্দ- কবিতার মধ্যে দিয়ে শব্দকে দেখা যায়।

শব্দের জন্ম—এক টুকরো বিগ ব্যাং

অ এ - ভাষা , ভাষান্তর, ভাষা, ভাষা।
আ এ- শব্দ, নিনাদ, বিষাদ, শান্তি , ভাষা, ভাষা নিজের।
এ - এখন এই মুহূর্ত
শ- এ শান্তি
জ- এ জল বাতাসা জল।
ম- এ মা, মায়া প্রতিফলিত হল ছবি।
শ- এ শক্তি, নিক্তি দিয়ে মেপে নেওয়া কষ্ট ,
সা – সাম্য দেখছে নিজেকে,
হৃদে - হৃদি অন্ধকার দুখ।
ম এ - মেট্রিক, কার, কোথায় পৌঁছানো গেল
ন এ – নিজেকে। নির্বীজ হল ভালোবাসা।
স এ- সময়কে নিয়ে যাচ্ছে কবিতা- আটলান্টিস।
চ এ - চোখ ঝলসে যাচ্ছে, সহস্র সূর্য – বিগ ব্যাং
ছ এ - ছায়া নীড়, সুনিবিড়।
ন এ - না হন্যতে, কিছুতেই শেষ হয় না।
প্র – প্রকৃতি
অ –আনত এই সুখ- বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে মাটিতে
বি –বিশ্বাসে মিলাচ্ছে সব,
কো –কোয়ার্কে মিলাচ্ছে অণু পরমাণু, পৃথিবী জুড়ে স্বপ্ন দিচ্ছে চরাচর।

গা- গানের ভাষায় কবিতা মিলিয়ে নিচ্ছে ফেব্রিক জন্ম।
বী- বীজ, শিশু তুলে রাখছে নুড়ি, নুড়ি নয় –
শ এ – শব্দ
অ এ - অনন্ত শুধু বার বার দেখা।

শব্দ- স্বরূপ- যেভাবে ঝরে পরে

(১)
কালকে, আজ, বায়ু, স্থবির, মরীচিকা, ঝর্নার মত পরে যাচ্ছে আকাশ।
(২)
কানের কাছে শব্দ পাচ্ছ শিশিরের মত, ছবি, ছোট নিঃস্ব আকাশ হয়ে গেল।
(৩)
স্থাবর, অন্তহীন, সূত্রপাত, গভীর, নিমগ্ন, গাছের কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রেম।
(৪)
জারজ, মুক্ত, অবয়বহীন, সান্দ্র, সমুদ্রের কাছে ছড়িয়ে গেছে টেলিফোন।
(৫)
নিম গাছের স্নায়ুতন্ত্রে একটা মেট্রিক, পাতায়, সুফল, অর্ণব, নিদ্রা।
(৬)
গাছের মাটি খুড়ে পাচ্ছে প্যাপারসের ভূমিকা, গোলাপ, অকল্পনীয়।
(৭)
চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে নিয়োজিত আকাশ, হলুদ সন্ধে, রুহ।
(৮)
আকৃতি, কৌটিল্য, খুব নিবিড়, পথে পথে আটকে যাচ্ছে খামার বাড়ি।

শব্দ - মারিয়ানা ট্রেঞ্চ - গভীরে থাকে

(১)
একটা উৎস হতে, ধাতু নির্গত হতে, ছাই লেগে যাচ্ছে, সূর্য ছেপে চলে যাচ্ছে, অদেখা আকাশ, নিত্য গভীরতায়, সমস্ত বলয় ধরে অনির্দিষ্ট কাল, ঘুম ভাঙলে জানি কিছুই হবে না, অস্তিত্বহীন , হেঁটে গেছি অপার পৃথিবী পথ, শুকনো ফুলের অস্তিত্ব রক্ষায়, আমার এ শব্দ মারিয়ানা ট্রেঞ্চ।

(২)
ঘাস ফুলে রোজ জাগে, লম্বন, তুখোড় নিখুঁত শব্দ, এক সার্কাস থেকে আরেক সার্কাস, বিভিন্ন সময় ঘড়ি ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফুরিয়ে গেছি, অর্থহীন সমুদ্র ভেঙ্গে যাচ্ছে, উৎস মুখ প্রকৃত হল, হারিয়ে গেল সুজন ছাই, বিকৃত ইথার, উদ্ধার ফল স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছি, আমার শব্দ তখন ছিল মারিয়ানা ট্রেঞ্চ।

(৩)
মায়া আবিষ্ট হয়ে গেছি, নুড়ি পাথরের কাছে, ভাষা দিয়েছে অসংখ্য জাপানী টেলিগ্রাম, অপার ইথার ছাড়িয়ে পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে সন্ধ্যা, এক বিজিত কার্বন, রং নাম্বার, লখনউ নগরী , হাল ফেলতে ফেলতে স্রোতে ভেসে গেছি, ধূলিসাৎ, অক্ষয় কবজ নিয়ে এ শব্দ মারিয়ানা ট্রেঞ্চ।

(৪)
ছায়ার মতন ছায়া, আপুলিশের দিন, অরণ্য ও বিশ্বাস থেকে যে আসে, নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রণালি, কাঠের শব্দে, আদিবাসী ইতিহাস ছায়াপথ, মোহ আবিষ্ট, অবাক পাথর, খনিজ সাথী, মায়ার দিন, অর্থ অনর্থম, এক বিনিদ্র মন্থন, নিষাদ, উৎকৃষ্ট অভিমান, চাঁদের সান্নিধ্যে নেমে আসা জ্যোৎস্না বিকেল, অস্তিত্ব, লুকিয়ে আছে হয়তো বা, ঐশ্বর্যহীন শব্দ মারিয়ানা ট্রেঞ্চ।

(৫)
গায়ে গোলাপ রং, ঘন মেঘের মত আকার, সমস্ত মেটামরফোসিস, চির সন্ধ্যা এপ্রন বিশ্বাসী, সমকালীন মেঘ, নিঃস্ব হয়েছে ভূপর্যটন, প্রাণ বায়ুর মতন, অন্ধ হতে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে জল, ক্ষীণ শব্দের উৎস হতে অবিলতায় জ্যোতির্ময় হয়ে রয়েছে, তোমার আমার মারিয়ানা ট্রেঞ্চ।

শব্দ - জাহাজ - ছুঁয়ে যাচ্ছে তোমায়

বিষুব রেখায় নামছে অপরিসীম ঘুম।
শনিবারের সন্ধ্যে ফুল তুলছে, অপেক্ষা করেছে
এক ভোরে জাহাজ আসবে কবে?
লোনা জলে একলা গোধূলি , পৃথিবী সান্নিধ্য
সমবেত অগ্নি।

ধুম জ্বরে জাহাজ স্বপ্ন, কম্পাসে তারাধুলি পথ-
গাছের শ্রমে ঝাঁপ দেয়
এক বুক চিতা জ্বলা তোমার আমার ঈশ্বর।

জাহাজ, জাহাজ, অনির্বচনীয়, অদেখা জাহাজ,
তারায় তারায় মিশছে নীহারিকার স্তর,
ভরে নিয়ে যাচ্ছে শব্দ।
শব্দ অমেয়, শব্দ অবিনশ্বর।

শব্দ - আরোগ্য- ঝিম মেরে আছে

পৃথিবীতে যত শব্দ
সালোক সংশ্লেষণ হয়ে যায়- ফিরে আসে – অতল।
ঝিম মেরে এক নিবিড়তা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ।
অতীত এক পাশের দীঘির জল।
প্রস্তুতি ভরে নিচ্ছে সন্ধিক্ষণে,
রাতের মত গভীর এই স্তর।
হাত পাততে গিয়ে খালি হয়ে যাচ্ছে যে হাহাকার শব্দ,
তার নামে আরোগ্য আসে। হে শব্দ
তুমি, তুমি একমাত্র
অবিচল আরোগ্য সান্নিধ্য।
ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছুটে আসা ঋতু পেরিয়ে যাচ্ছে,
পেরিয়ে যাচ্ছে গাছের নীচের ছায়া
দুহাত ভরে নিচ্ছে জীবাশ্মের মত সূর্য ছায়া- শব্দ আরোগ্য।

শব্দ- মেট্রিক- চরাচর ঢেকে দিচ্ছে

এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দাঁড়িয়ে থাকা জোড়া গাছ - বিচ্ছেদ শব্দ।
প্রান্ত থেকে প্রান্ত জড়িয়ে পরছে অস্থির হাওয়া,
গানের নীচে গভীর অনুযোগ - লুকনো শব্দ ।
মেঘ থেকে মেঘ ভারি হচ্ছে- বৃষ্টির দেশ – বজ্র বিদ্যুৎ ভর্তি শব্দ।
মানুষের মানুষের মাঝে কথা হয়ে যাচ্ছে শব্দ মেট্রিক
দূরত্ব আরোহণ কালে।

কানে চুপি চুপি বলে যাচ্ছে প্রজাপতি জ্যামিতি
মিথ্যে সূর্য দাঁড়িয়ে আছে- অবিশ্রান্ত ধারার মাঝে,
চোখে সদ্য পড়া রেণুর মত উচ্ছ্বাস মেট্রিক
শব্দ দিয়ে গেছে এই আকশ, বাতাস ও জীবের পুনর্জন্ম হবে বলে।

====

পরিচিতিচিত্রঃ কবি

ইন্দ্রনীল চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৭৮ সালে। লেখালেখির শুরু একুশ-দশের গোড়ায়। কোয়ান্টাম ইনফরমেশন বিষয়ে আইআইটি হায়দ্রাবাদে কর্মরত বিজ্ঞানী ও সহযোগী অধ্যাপক। সাহিত্য জগতে কবিতা, অনুগল্প, অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখির শুরু। লিখেছেন কৌরব, অপরজন, সুখপাঠ, ক্ষেপচুরিয়ান্স, আবহমান, কালিমাটি অনলাইন, আদরের নৌকা, দলছুট, বুকপকেট, অন্যনিষাধ ইত্যাদি পত্রিকা। প্রকাশিত কাব্যপুস্তক *মন খারাপের পরে, গেট নাম্বার ২২এর কবিতা*। চলচ্চিত্রানুরাগী। নিজের কবিতা নিয়ে বলেন – যেটুকু বলা হলো কবিতায় তার বাইরে আসল কবিতাটুকু রয়ে গেল।